দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...APR 1 3 1999
পৃঃ ৪ কলাম ৪

মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার প্রয়োজন

আমাদের দেশে দুই শ্রেণীর মাদ্রাসা শিক্ষা চালু রহিয়াছে। একটি সরকার নিয়ন্ত্রিত এবং অপরটি কওমী। প্রথমোক্তটি সরকারী এবং দ্বিতীয়োক্তটি খারেজি, ওহাবি, দেওবন্ধি ইত্যাদি নামে প্রচলিত। প্রথমোক্ত শ্রেণীর মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষক-কর্মচারিগণ সরকারী বেতন স্কেলভুক্ত। অর্থাৎ বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের ন্যায় মোট বেতনের ৮০% সরকার হইতে প্রাপ্ত। মাদ্রাসাসমূহ পাবলিক সাবস্ক্রিপশানও গ্রহণ করিয়া থাকে। অন্যদিকে কওমী মাদ্রাসাসমূহ শুধুমাত্র পাবলিক সাবস্ক্রিপশানের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর মাদ্রাসাসমূহের বেশীরভাগই বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। এই ধরনের মাদ্রাসার ২/১ জন শিক্ষক পবিত্র রমজানে চাঁদা সংগ্রহের জন্য মধ্যপ্রাচ্য গমন করিয়া থাকে।

উভয় শ্রেণীর মাদ্রাসায় কিছু অসঙ্গতি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সরকার নিয়ন্ত্রিত মাদ্রাসাসমূহে কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, নাহু, চরফ, মানতেক-ফালসফা, উসুল, আদব ইত্যাদির সহিত বাংলা, গণিত, ইংরেজি, সমাজ বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদিও পাঠদান করা হয়। দাখিল বা আলিম পাস করিবার পর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সরকারী অনুমোদনও রহিয়াছে। যাহার ফলে মাদ্রাসার অনেক ছাত্র কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারে। অপর শ্রেণীর মাদ্রাসাসমূহে সিলেবাস বলিতে কুরআন, হাদীস, উসুল, ফিকাহ ইত্যাদি। এখানে বাংলা, ইংরেজী, সমাজ বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ইত্যাদি উপেক্ষিত। তবে বর্তমানে কিছু মাদ্রাসায় নামমাত্র বাংলা-ইংরেজী পাঠদান করা হয়। এই শ্রেণীর মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা সর্বোচ্চ ডিগ্রী 'দাওরায়ে হাদীস' পাস করিলেও সরকারী কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর আবেদন করিতে পারে না। অর্থাৎ কওমী মাদ্রাসার সনদ সরকারীভাবে অনুমোদিত নয়। আবার এই শ্রেণীর মাদ্রাসার কোন বোর্ডও নাই। 'বেফাকুল মাদ্‌রাসিন কাওমীয়া আরাবিয়া বাংলাদেশ' নামক একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইলেও বর্তমানে তাহার কার্যক্রম পরিলক্ষিত হইতেছে না। শোনা যায় প্রাচীন কওমী মাদ্রাসাসমূহ বোর্ডের কার্যক্রমের সহিত সম্পৃক্ত নয়। অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য যে, কোন কোন মাদ্রাসার শ্রেণীর নামকরণ করা হইয়া থাকে 'কিতাব' (বই)-এর নামানুসারে। কোন্ শ্রেণীতে পড়– প্রশ্ন করিলে উত্তর মিলিবে 'কুদুরী পড়ি', 'সরহে বেকায়া পড়ি', 'কাফিয়া পড়ি' ইত্যাদি। এই শ্রেণীর মাদ্রাসার প্রিন্সিপালগণ একক সিদ্ধান্তেই মাদ্রাসা চালান। সরকারী কোন কর্মকর্তা কমিটির দেখাশুনা কিংবা পাঠদান পদ্ধতি অথবা মাদ্রাসার আসবাবপত্র, স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে পারেন না। ইসলামী তাহ্‌জীব ও তমুদ্দুনকে মানিয়া চলিবার ব্যাপারে কওমী মাদ্রাসাসমূহে অত্যন্ত কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। শ্মশ্রুবিহীন কোন ছাত্র কওমী মাদ্রাসায় অধ্যয়নের যোগ্য নয়।

উভয় শ্রেণীর মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম সংস্কারের প্রয়োজন রহিয়াছে। একটি বোর্ডের অধীনে উভয় শ্রেণীর মাদ্রাসা পরিচালনা করা আবশ্যক। মাদ্রাসা সনদ (সম্মিলিত) সরকারীভাবে অনুমোদন করা উচিত। দাখিল-আলিম পাস করিবার পর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে শুধু উচ্চতর শ্রেণীর মাদ্রাসা ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য অনুমোদন করা আবশ্যক। মাদ্রাসা শিক্ষার সহিত কর্মমুখী বা টেকনিক্যাল শিক্ষার অন্তর্ভুক্তিও সময়ের দাবী। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এডভোকেট মুহাম্মদ আবু তাহের,
৪৪ আইনজীবী সমিতি ভবন,
কোর্ট হিল,
চট্টগ্রাম ৪০০০।